দৈনিক বাংলা
তারিখ ২২ JUL 1995 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

নবগ্রাম নয়গাঁও আর কুদঘাট— সেখানে এক আশ্চর্য বিদ্যালয়

নবগ্রাম থেকে নয়গ্রাম : নয় গ্রামের নামের একটি অর্থ আছে। এলাকাটি নয়টি গ্রাম নিয়ে গঠিত তাই নয়গ্রাম। কিন্তু নবগ্রামের তেমন কোন ইতিহাস নেই। বরিশাল শহরের অভিজাত এলাকা আলেকান্দা। আলেকান্দার বটতলা মসজিদ। মসজিদ থেকে পশ্চিমে নবগ্রাম।

নামটি বৃটিশ আমলের। কে দিয়েছিল তার হদিস নেই। নতুন নতুন বাড়ি উঠেছিল বৃটিশ আমলেই। এলাকার বিস্তৃতি হয়েছে পাকিস্তান আমল থেকে। এখন কলেজ আছে উচ্চ বিদ্যালয় আছে। জায়গার দাম বেড়েছে। পশ্চিমে সড়ক গিয়েছে ঢাকা থেকে বরিশাল, ঝালকাঠি হয়ে পিরোজপুর পর্যন্ত।

সেই সড়কের পশ্চিমে ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার গেলে নয়গ্রাম। তবে সড়ক সেখানে থেমে থাকেনি। সড়ক সোজা চলে গিয়েছে স্বরূপকাঠি। নয়গ্রামে পৌছাতে হলে থামতে হবে ইন্দ্রকাঠি সেতুর কাছে। তার পর ডানে রায়পাশা হয়ে বোসের বাড়ি, খেয়াঘাট।

তবে ইন্দ্রকাঠি পুলের কাছে নামলেই একটু থামতে হবে। একটি শব্দের ইতিহাস টেনে নিতে চাইবে দূরে। অনেক দূরে। শব্দটি হচ্ছে কুদঘাট। আজকের তরুণদের পক্ষে এ শব্দের মানে বোঝা কঠিন। বিদেশীরাও থমকাতে হবে। অথচ এমন অসংখ্য কুদঘাট ছিল সারা বরিশাল জেলায়। গ্রামের বুড়োরা এ শব্দের অর্থ জানলেও তরুণেরা কোনকিছু জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকে। ইন্দ্রকাঠি পুলের কাছে কুদঘাট।

বরিশাল নদীমাতৃক জেলা। এ জেলায় অসংখ্য নদী ও খাল। অসংখ্য খাল কাটতে হয়েছে সরকারকে। এককালে নৌ পথে চলাচলই ছিল এক মাত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা। এ চলাচলের জন্য সরকার নিজের খরচে খাল কেটেছে। এই খাল কাটার খরচ তুলতে হবে, খাল পরিষ্কার রাখতে হবে, এ জন্য খাল দিয়ে যারা চলাচল করবে তাদের শুল্ক দিতে হবে। যেমন আজকাল সড়কে চলতে হলে সেতুর জন্য টোল দিতে হয়। তেমনি তখন টোল দিতে হত খালে নৌকা চলাচলের জন্য। ঐ টোলের জন্য টোল ঘর ছিল। হয়ত টোলের অন্য নাম ছিল কুদ। কুদ দেবার জন্য ছিল কুদঘর এবং সেই কুদঘর থেকে নাম হয়েছিল কুদঘাট।

এককালে বরিশাল জেলায় যাতায়াত করতে গেলে একাধিক কুদঘর অতিক্রম করতে হত। সেকালে বাবুগঞ্জ থেকে নদীপথে বরিশাল আসতে ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যেত। তাই পথ সহজ করার জন্য খাল কাটা হয়েছিল। রহমতপুর থেকে খাল এসেছিল লাকুটিয়া হয়ে বরিশালের নতুন বাজার পর্যন্ত। নতুন বাজারে কুদঘর ছিল। ঐ কুদঘরে টাকা দিয়ে ভাটিখানার খালে ঢুকতে হত। ভাটিখানার খাল পার হলেই কীর্তনখোলা নদী।

এমন আর এক বিখ্যাত কুদঘর ছিল দক্ষিণের নলছিটি থানার কাছে। নলছিটিতে তখন খুলনা থেকে স্টীমার আসত। স্টীমারে আসত কলকাতার যাত্রী। নলছিটিতে নেমে অনেক যাত্রী বাখরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় যেত। স্টীমারে যেতে হলে বরিশাল রুটে ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যেত। আর নলছিটিতে নামলে খালের মুখে কুদঘাটায় পয়সা দিয়ে নৌকায় করে অতি সহজে বিভিন্ন এলাকায় যাওয়া যেত। ঐ খালটি বাখরগঞ্জ নদীতে পড়েছে। জানিনা বাখরগঞ্জ থানায় বা নলছিটিতে এই কুদঘাটার চিহ্নমাত্র আছে কিনা।

তবে সেকালে নদীপথে গেলেও যে শুল্ক দিতে হত তার চিহ্ন আছে এখন গোপালগঞ্জ জেলা শহরের কাছে উলপুরে। উলপুরের কাছে ছোট্ট এক বিলের নদী। সে নদী কাটিয়ে ছিল বৃটিশ সরকার। মাদারীপুরের কাছে আড়িয়াল খাঁ। গোপালগঞ্জের কাছে মধুমতী। এই দুই নদীকে সংযুক্ত করতে পারলে পথ অনেক সহজ ও সংক্ষিপ্ত হবে। তাই খাল কাটা হয়েছিল মাদারীপুরের টেকেরহাট থেকে গোপালগঞ্জের মানিকদহ পর্যন্ত। নাম দেয়া হয়েছিল মাদারীপুর বিল রুট (এমবিআর)। উলপুরে গেলে দেখা যাবে নদীর পাড়ে ছোট্ট একটি ভগ্ন দশার দালান। লেখা আছে টোল ঘর। এ টোল ঘরটি কারও কৌতূহল জাগায় কিনা জানি না তবে এককালের ইতিহাসের সাক্ষ্য তা নিঃসন্দেহে বলা যাবে।

হয়ত এমন কোন কুদঘাট ছিল ইন্দ্রকাঠির কাছাকাছি এলাকায়। খেয়াঘাট থেকে রায়পাশা হয়ে ইন্দ্রকাঠির খাল দিয়ে নৌকা যেত বরিশাল।

তবে একথা সত্য যে ইন্দ্রকাঠির মানুষের কুদঘাটের এ ইতিহাস জানার কথা নয়। তাদের কাছে এ তথ্য পাবারও কথা নয়। ইন্দ্রকাঠির লোকের অভিযোগ হচ্ছে একটি স্কুল নিয়ে ও একটি সড়ক নিয়ে। ইন্দ্রকাঠির একটি সড়ক নাকি হাইজ্যাক হয়ে গেছে। বরিশাল থেকে একটি সড়ক যাচ্ছিল ইন্দ্রকাঠি রায়পাশা হয়ে বোসের বাড়ি খেয়াঘাট পর্যন্ত। ইন্দ্রকাঠির সেতুর কাছে এসে নাকি সড়কটি কিছুটা হাইজ্যাক হয়ে গেছে। ইন্দ্রকাঠির সেতুর বাঁ পাশে একটি টেক্সটাইল মিল আছে। গ্রামের নাম রুইয়া। গ্রামের নামের সাথে মিল রেখে মিলের নাম রাখা হয়েছে রুইয়া টেক্সটাইল মিল। মিল থেকে মালিকের বাড়ি এক কিলোমিটার পথ। ঐ এক কিলোমিটার পথে ইট বিছাবার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। ঐ অর্থ বরাদ্দের সুযোগ নিয়ে মিল মালিক সড়ক প্রশস্ত করেছে। চারপাশের জমি কেটেছে। সেই জমি এখন খাল হয়ে গেছে। সাধারণ কৃষক বিপদে পড়েছে। ঐ জমিতে ফসল ফলান আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। অথচ জেলা পরিষদের প্রকল্পে সড়ক প্রশস্ত করার কথা ছিল না। কথা ছিল শুধুমাত্র ইট বিছাবার। আর এই সড়কটিও আদৌ কোন সংযোগ সড়ক নয়। সড়কটির গন্তব্য স্থান ঐ মিল মালিকের বাড়ি। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ হচ্ছে ঐ মিল মালিক নিজের বাড়িতে যাবার সড়কটিকে রায়পাশা বোসের হাট খেয়াঘাটের অংশ হিসাবে দেখিয়ে এ কাজটি করা হয়েছে রাতারাতি।

তবে ইন্দ্রকাঠি কুদঘাট, রায়পাশা বোসের বাড়ি বা খেয়াঘাট তেমন কোন খবরই নয় এই এলাকায়। সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে নওগাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। রাস্তার বাঁ পাশে দাঁড়ান এই বিদ্যালয়টিকে হঠাৎ করে বিদ্যালয় বলে মনে হবে না। বিদ্যালয়ের অঙ্গনে বৃষ্টির পানি। সর্বত্র অপরিচ্ছন্ন রূপ। টুল টেবিলগুলি যাদুঘরে যাবার মত। স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে সবমিলে শ'খানেক ছাত্র এই স্কুলে যাতায়াত করে। তবে প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে এই স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গত বছর এ স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪৩। পরীক্ষায় বসতে পারেনি ১২৩ জন। যশোর বোর্ড তাদের প্রবেশপত্র দেয়নি। তাদের কাগজপত্র নাকি আদৌ সঠিক ছিল না। এভাবেই নাকি স্কুলটি চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সারা বছর ছাত্র না থাকলেও এসএসসি পরীক্ষার আগে এই স্কুলে ভিড় হয়। বরাবরই অসংখ্য ছাত্র পরীক্ষা দেয়। এবার শুধু বাদ সেধেছে যশোর বোর্ডের কড়াকড়ি।

তবে এনিয়ে এলাকায় খুব ক্ষোভ বা দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। কারণ ঐ স্কুলের নাকি এর চেয়েও বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। এই ১৬ বছরে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার উর্ধ্বে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কোন সার্টিফিকেট দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি বিএ পরীক্ষায়ও পাস করেননি। কিন্তু ১৬ বছর ঐ স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেছেন বহাল তবিয়তে। এখনও তিনি দাপটের সাথে আছেন ঐ এলাকায়। আইন তাকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। নবগ্রাম থেকে নয়গ্রাম তারপর একটি স্কুল। একটি জেলা শহরের পাশে এমন ইতিহাস আদৌ প্রত্যাশিত নয়।

কেন পারেনি সে আলোচনায় আমি যাব না। শুধু জানতে ইচ্ছে করে শিক্ষাবোর্ড কি করেন। নওগাঁও স্কুলের তিন মাইল পূর্বে বরিশাল শহরে শিক্ষা দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টরের একটি দফতর আছে পাকিস্তান আমল থেকে। অথচ তাদের নাকের ডগায় একজন আইএ পাস শিক্ষক দাপটের সাথে প্রধান শিক্ষকতা করে গেল ১৬ বছর। বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষার্থী পাঠাল বোর্ডের পরীক্ষায়। তাহলে কি করেন বরিশালের ডিডি অফিস। এ ব্যাপারে তদন্ত করলে কেমন হয়?

— নির্মল সেন